117

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 30 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টরিয়াল আইন এখন আর মানা হচ্ছে না

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টরিয়াল আইনসহ বিভিন্ন বিধিনিষেধের যথাযথ প্রয়োগ নেই। ফলে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। চলতি এপ্রিল মাসে অর্ধ ডজন এমনসব ঘটনা ঘটেছে— যা ক্ষুণ্ন করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি। ছাত্রদের একটি অংশ নিয়ম-শৃঙ্খলা পরপন্থী কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আইন ও তা প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে অভিজ্ঞ মহলে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম এক সাক্ষাতকারে স্বীকার করেছেন যে প্রক্টরিয়াল বিধিগুলো অধিকাংশ সদস্য মানছে না। ফলে বিভিন্নভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি। উল্লেখ্য, এপ্রিলে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাগুলোর মধ্যে এফএইচ হলে কুল ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা, টিডি ভবনে বিতর্ক করতে গিয়ে সংঘর্ষ, জসীমউদ্দীন হলে পকেটমার সন্দেহে প্রহার, শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীকে অস্ত্র প্রদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রক্টোরিয়াল আইনে একজন ছাত্রকে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে প্রাথমিকভাবে মাত্র পঁচিশ টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে। তবে প্রক্টর এ জরিমানা পর্যাপ্ত মনে না করলে সর্বোচ্চ ৬ মাসের জন্য একজন ছাত্রকে বহিষ্কার করতে পারেন এবং পরবর্তীতে তিনি উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সহকারী প্রক্টরের ক্ষমতা মাত্র পাঁচ টাকা জরিমানা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। জরিমানার এই পরিমাণ সময় উপযোগী নয় বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। এসব ক্ষেত্রে জরিমানা বা সাজার মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল বলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একক বা সমষ্টিগতভাবে ধর্মঘট ডাকা আইনত নিষিদ্ধ। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন সম্পদ ইচ্ছাকৃত ধ্বংস ও ভাংচুর করার বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে। এমনকি ক্যাম্পাসে প্রক্টরের পূর্ব অনুমতি ছাড়া মিছিল, সমাবেশ প্রভৃতি একেবারে নিষিদ্ধ। অথচ বাস্তবে দেখা গেছে কোন ছাত্র বা ছাত্র সংগঠন এসব প্রক্টরিয়াল আইন মেনে চলছে না। তাদেরকে এসব আইন মানতে বাধ্য করার জন্যও কোন প্রশাসনিক উদ্যোগ নেয়া হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রদের জন্য প্রণীত আইনসমূহেরও কোন প্রয়োগ নেই। হল ছাত্রদের নবেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাত ন'টার আগে এবং বছরের অন্যান্য সময় রাত দশটার আগে হলে ফেরার নিয়ম রয়েছে। কোন ছাত্র দেরি করে হলে ফিরলে হল গেটে সংরক্ষিত গেটবুকে নাম প্রবেশের সময় ও দেরির কারণ লিখে রাখার নির্দেশ রয়েছে। হলের হাউজ টিউটর পরদিন দেরি করে হলে ফেরার কারণ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। অথচ বাস্তবে দেখা গেছে হলে প্রবেশের সময়সীমা অলিখিতভাবে রাত বারটা বা কোন কোন হলে তার চেয়ে বেশি নির্ধারিত হয়েছে। এছাড়া রাতে হলগেটে খাতা রাখার যে নিয়ম রয়েছে কোন হলেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আইনে আছে, প্রতিদিন হলে প্রবেশের পর অথবা যে কোন সময় প্রত্যেক ছাত্রের হাজিরা নেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে কোথাও তা পরিলক্ষিত হয় না। ছাত্রদের হলে নাম ডাকার কোন বালাই নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনই আবাসিক ছাত্রদের হলে অবস্থান করার নির্দেশ রয়েছে এবং হল থেকে ছুটি পেতে হলে অভিভাবকের চিঠি অথবা মেডিক্যাল সার্টিফিকেটসহ শিক্ষকদের কাছে দরখাস্ত করার নিয়ম রয়েছে। অথচ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে হলে ছাত্রদের আসা বা যাওয়া সম্পর্কে কোন নিয়ম পালন করা হয় না।

হাউজ টিউটর অনুমতি দিলে একজন ছাত্রের নিকট আত্মীয় হলে- সর্বোচ্চ তিনদিন অবস্থান করতে পারবে। অথচ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে বছরের পর বছর আত্মীয় পরিচয়ে বহিরাগতরা হলে অবস্থান করে থাকে। এদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

হলে কাজের ছেলে রাখা পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ রয়েছে। অথচ দেখা যায় প্রত্যেক হলের অধিকাংশ রুমে কাজের ছেলে রেখেও হিটার ব্যবহার করে রান্না করা হয়।

এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল আইন-কানুন বাস্তবতা ও প্রয়োগযোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে ধরনের অপরাধ করে তার তদন্ত ও প্রমাণ ফৌজদারি আদালতের আওতায় পড়ে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যমত্য প্রয়োজন বলে মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রক্টর বলেন, শুধু আমি নয়, সমাজও আশা করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবে। আইনকে তুলে নেবে না নিজের হাতে। এক প্রশ্নের জবাবে প্রক্টর বলেন, নানা সীমাবদ্ধতার কারণে প্রক্টরিয়াল আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।